বধিরতাযুক্ত শিশুদের সহজ, সাবলীল ও স্বতস্ফুর্ত ভাবে ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য সমাজ-ভিত্তিক-পুনর্বাসন-কর্মী, অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যবর্গ এবং শিক্ষিকা-শিক্ষকদের সাহায্য করাই এই বইটির প্রধান উদ্দেশ্য। বইটিতে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো দেওয়া হয়েছে যাতে করে বধিরতাযুক্ত শিশুরা উপযুক্ত ছবির মাধ্যমে ইশারা ভাষা ও তাদের থেকে শব্দ-ভান্ডার তৈরী ও প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত বাক্যের গঠন প্রণালী আয়ত্ত্ব করে গল্প বা অনুচ্ছেদ পাঠ করে বুঝতে ও বোঝাতে পারে ও প্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তর করতে পারে।

deafchild worldwide
Email: info@deafchildworldwide.org
Website: www.deafchildworldwide.org
Phone : 6533 4238 / 23290028

LOTTERY FUNDED

NOT FOR SALE

বধিরতাযুক্ত শিশুর
ভাষা শিক্ষা

জানবো এবার

deafchild worldwide

তৃতীয় ভাগ

জানবো এবার (তৃতীয় ভাগ)

বধিরতাযুক্ত শিশুদের ভাষা বিকাশের প্রক্রিয়াকে সহজ ও ত্বরান্বিত করার জন্য একটি বই

প্রকাশনা ঃ ডেফ চাইল্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইড

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০১৬

বইটি বিক্রির জন্য নয়

এই প্রকল্পটি 'বিগ লটারী ফান্ড'-এর মাধ্যমে 'ন্যাশনাল লটারী' দ্বারা আর্থিক আনুকূল্য প্রাপ্ত।

LOTTERY FUNDED

deafchild worldwide

আমরা কে

'ডেফ চাইল্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইড' হল বিশ্বের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠিগুলির বধিরতাযুক্ত শিশু ও যুবাদের সহায়তায় দায়বদ্ধ একটি ইউ-কে-স্থিত অগ্রণী দাতা-সংস্থা। আমরা দক্ষিন-এশিয়ায়, পূর্ব-আফ্রিকায় ও লাতিন-আমেরিকায় দরিদ্রতম জনগোষ্ঠির বধিরতাযুক্ত শিশু ও যুবাদের গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিয়ে থাকি। বধিরতাযুক্ত শিশু ও যুবাদের তাদের পরিবারে, শিক্ষায় ও জনজীবনে পরিপূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে আমরা সহযোগী সংস্থাগুলির সাথে কাজ করে থাকি। 'ডেফ চাইল্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইড' হল 'ন্যাশনাল ডেফ চিলড্রেন সোসাইটি'-এর একটি আন্তর্জাতিক শাখা (দাতা নং ১০১৬৫৩২)।

আমরা কি করি

সারা বিশ্বের বধিরতাযুক্ত শিশুদের উন্নয়নের যাবতীয় বাধা মুক্ত করাই হল আমাদের ব্রত।

আমরা কাজ করি

- বধিরতাযুক্ত শিশু, যুবা ও তাদের পরিবারগুলিকে সশক্তিকরণের মাধ্যমে, যাতে তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে ও প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি কেমন ভাবে দেওয়া হবে সে ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
- বধিরতাযুক্ত শিশু ও যুবাদের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, যাতে উন্নয়নের জন্য এবং সমাজের নেতিবাচক মনোভাবকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য কি ধরনের সহযোগিতা দরকার সে বিষয়ে তারা বুঝে নিতে পারে।
- প্রধান নীতি বা সিদ্ধান্ত নির্ধারকদের প্রভাবিত করার মাধ্যমে, যাতে তারা বধিরতাযুক্ত শিশু ও যুবাদের বিষয়টিকে রাজনৈতিক অগ্রাধিকার দেয়।

সূচীপত্র

ভূমিকা ২

কিভাবে ব্যবহার করতে হবে ২

পিকনিক ৩

স্বাধীনতা দিবস ১১

খেলার মাঠ ১৯

বাজার ২৭

ট্রেনযাত্রা ৩৭

একটি মেলা ৪৫

উপসংহার ৫৫

ভূমিকা

প্রাথমিক স্তরে পাঠরত বধিরতাযুক্ত ছাত্রী-ছাত্র যারা ইশারা-ভাষার মাধ্যমেই মূলতঃ ভাব বিনিময় করে থাকে তাদের ভাষা বিকাশের জন্য পরিকল্পিত তিনটি বই-এর তৃতীয় বই এটি। বইটিতে নয়-দশ বছর বয়সী ছাত্রী-ছাত্রদের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ছয়টি বিষয় নেওয়া হয়েছে। জানবো এবার - প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের পর এই তৃতীয় ভাগে এসে ছাত্রী-ছাত্ররা বাক্যের স্তর থেকে পরিচ্ছদ-এর স্তরে পঠন-পাঠনে উন্নীত হবে। জানবো এবার - প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ-এ আমরা মূলতঃ শিশুর শব্দ -ভান্ডার তৈরী থেকে বাক্য গঠন করতে পারা পর্যন্ত কাজ করেছি। এবার এই তৃতীয় ভাগ শুরু করার আগে আমরা আশা করবো যে শিশুর যথেষ্ট শব্দ-ভান্ডার তৈরী হয়েছে এবং বাক্যের গঠন প্রণালীও সে কিছুটা আয়ত্ব করেছে। এখন সে বাক্য তথা পরিচ্ছদ পাঠ করে বুঝতে ও বোঝাতে প্রস্তুত। তাই জানবো এবার - তৃতীয় ভাগে আমরা ছয়টি বাস্তব পরিস্থিতি বেছে নিয়েছি, যা সাধারণতঃ নয়-দশ বছর বয়সের শিশুর জীবনে ঘটতে পারে। ঐ পরিস্থিতির উপর এক একটি অনু-গল্প রচনা করা হয়েছে। গল্পগুলি পাঠ করে তাদের শব্দভান্ডারে আরও নতুন শব্দ সংযোজিত হতে পারে, যাতে তারা নতুন বাক্য গঠন করতে পারে ও সঠিক ভাবে প্রশ্নোত্তর লিখতে পারে, তারই জন্য আমাদের এই প্রয়াস। ইশারা ভাষার ব্যবহারকারীদের জন্য এমন বই তৈরীর কাজটি অত্যন্ত দূরূহ হয়ে পড়ে যদি না ভারতীয় ইশারা ভাষায় প্রশিক্ষিত উপযুক্ত বধির ব্যক্তিরা এই প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি যুক্ত হন। আর বলাই বাহুল্য এই কাজে এবারও আলি যাবর জং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড, পূর্বাঞ্চলীয় শাখার সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ সেল এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ সাহায্য করেছেন। ঐ বিভাগের প্রশিক্ষকদ্বয় শ্রী সত্যসুন্দর দাস ও শ্রী রবীন্দ্রনাথ সরকার এবারও এ বিষয়ে আয়োজিত কর্মশালায় উপস্থিত থেকে ও যাবতীয় পরামর্শ দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠরত বধিরতাযুক্ত শিশুদের অভিভাবক, সমাজকর্মী ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষিকা-শিক্ষকদের সার্বিক-যোগাযোগ পদ্ধতির# মাধ্যমে শিশুর ভাষা বিকাশ প্রক্রিয়া আরও সহজ ও সাবলীল করে তোলাই এই বইটির প্রধান উদ্দেশ্য।

কিভাবে ব্যবহার করতে হবে

এই বইটিতে ছয়টি বাস্তব পরিস্থিতির উপর ছয়টি অনু-গল্প রচিত হয়েছে। এখন বইটি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা বোঝার জন্য বইটির বিন্যাস স্তরগুলি দেখা যাক ঃ

প্রথমেই রয়েছে বর্ণিত গল্পে ব্যবহৃত নতুন শব্দগুলির ইশারা, যাতে ইশারার মাধ্যমে গল্পটি বোঝাতে কোন অসুবিধা না হয়। এরপর রয়েছে গল্পটিকে ছোট ছোট অনুচ্ছেদে ভাগ করে ছবি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা। বলাই বাহুল্য প্রতিটি বাক্যের জন্য ছবি নেই। কয়েকটি বাক্য নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাই বোঝাবার চেষ্টা আছে ছবিতে এবং তারপর সম্পূর্ণ অনু-গল্পটি দেওয়া হয়েছে। এরপর আছে অনুশীলনী যেখানে প্রশ্নোত্তর করতে ও তারপর বাক্যের অনুরূপ নতুন বাক্য গঠন করতে শেখানো হয়েছে।

শিশুকে শেখানোর সময় আমাদের যেভাবে কাজ করতে হবে তা হল ঃ প্রথমে শব্দ-ভান্ডার তৈরী করে নিতে হবে তারপর ছবি ও ইশারার মাধ্যমে ধাপে ধাপে গল্পটিকে বর্ণনা করতে হবে। এরপর সম্পূর্ণ গল্পটি পড়ানো, বাক্যের অনুরূপ নতুন বাক্য গঠন করা ও সবশেষে প্রশ্নোত্তর লিখতে শেখাতে হবে।

আমাদের বিশ্বাস এই বইটি বধিরতাযুক্ত শিশুদের ভাষা-শিক্ষায় অগ্রনী ভূমিকা নেবে।

সার্বিক-যোগাযোগ পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে ভাব-বিনিময়ের জন্য ইশারা ভাষা, ওষ্ঠ-পাঠ, উচ্চারণ ও শোনার সাহায্যে সনাক্তকরণ এই চারটি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যদিও উপযুক্ত শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্রের অভাবে অনেক সময় উচ্চারণ ও শোনার সাহায্যে সনাক্তকরণ - এই দুটি ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল নাও পাওয়া যেতে পারে।

পিকনিক

শব্দভান্ডার ঃ

	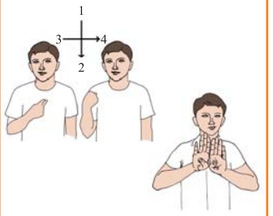
খ্রীষ্টমাসের ছুটি	খ্রীষ্টমাসের ছুটি
	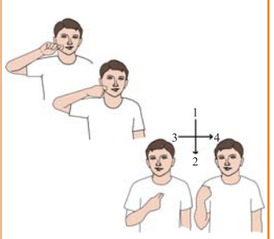
ব্যান্ডেল চার্চ	ব্যান্ডেল চার্চ
	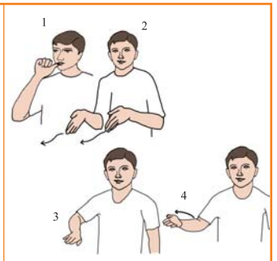
নদীর চর	নদীর চর
বাঁশি	বাঁশি
	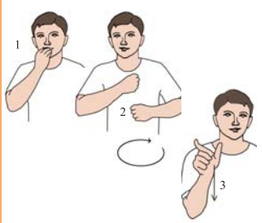
রান্নার ঠাকুর	রান্নার ঠাকুর
	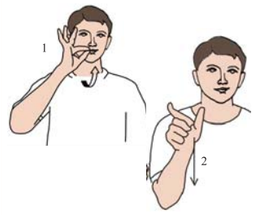
চা ওয়ালা	চা ওয়ালা

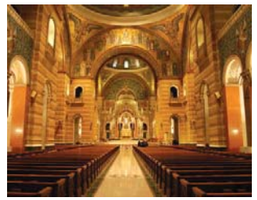

প্রার্থনা ঘর

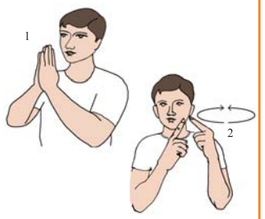

প্রার্থনা ঘর

দেওয়াল

দেওয়াল

পিকনিক

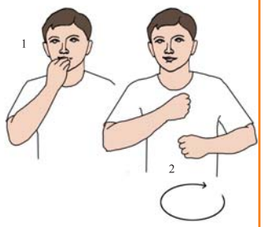

পিকনিক

বিক্রী করা

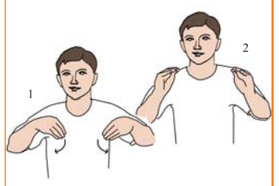

বিক্রী করা

অত্যাচার

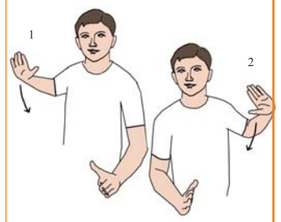

অত্যাচার

উপদেশ

উপদেশ

শীতকাল। ডিসেম্বর মাস। খ্রীষ্টমাসের ছুটি। আমরা পিকনিকে যাচ্ছি। ব্যান্ডেল-চার্চ, পাশে গঙ্গা-নদী। নদীর ধারে চর। ঐ চরে পিকনিক হবে।

শীতের সকাল। বাবা, মা, আমি, মুন্কি, দিদি, জেম্মা আর জেঠু। সঙ্গে রান্নার ঠাকুর আর খাবার জিনিসপত্র। একটা গাড়ীতে করে আমরা এলাম ব্যান্ডেল-চার্চ। নদীর ধারে গাছের ছায়ায় বসলাম আমরা। একজন চা-ওয়ালা চা বিক্রী করছিল। আমরা সবাই চা কিনে খেলাম। রান্নার ঠাকুর রান্না শুরু করল।

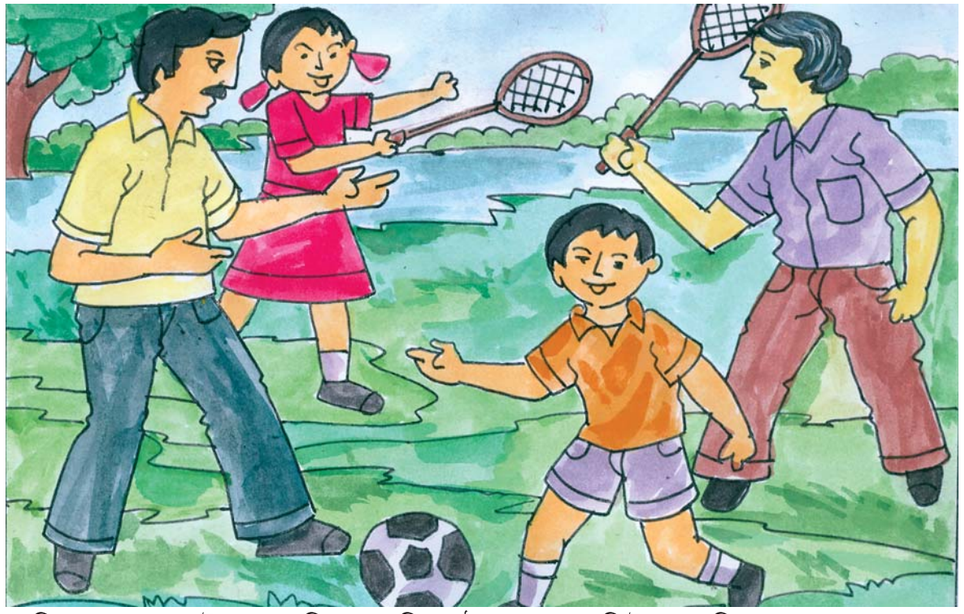

আমি বাবার সাথে ফুটবল খেলছিলাম। মুন্কি জেঠুর সাথে ব্যাডমিন্টন খেলছিল। মা আর জেম্মা গল্প করছিল। একটু পরেই লুচি-তরকারি হয়ে গেল। আমরা সবাই মিলে লুচি-তরকারি খেলাম। তারপর সবাই মিলে চার্চের ভিতরে ঢুকলাম।

চার্চের ভিতরটা খুব সুন্দর। যীশুখ্রীষ্টের নানা ছবি ও গল্প দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে। প্রার্থনা-গৃহটা ভারি সুন্দর। কোথাও মা মেরীর কোলে যীশু, আবার কোথাও ক্রুশ-বিদ্ধ যীশু। কোথাও যীশুর উপর অত্যাচারের ছবি, কোথাও যীশুর উপদেশ দেওয়ার ছবি। আমরা ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। জেঠু সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। আমার খুব ভাল লাগল।

তখন অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম। নদীর ধারে গাছের ছায়ায় এসে দেখলাম রান্না হয়ে গেছে। আমরা খেতে বসলাম। ভাত, ডাল, বেগুনী, মাংস, চাটনী, পাঁপড়, মিষ্টি। দারুন খাওয়া হল।

অনেকে এখানে পিকনিক করতে এসেছে। অনেক দোকানও বসেছে। আমরা দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বাঁশি আর বেলুন কিনলাম। তারপর সবাই মিলে গাড়ীতে করে ফিরে এলাম।

পিকনিক

শীতকাল। ডিসেম্বর মাস। খ্রীষ্টমাসের ছুটি। আমরা পিকনিকে যাচ্ছি। ব্যান্ডেল-চার্চ, পাশে গঙ্গা-নদী। নদীর ধারে চর। ঐ চরে পিকনিক হবে।

শীতের সকাল। বাবা, মা, আমি, মুঙ্কি, দিদি, জেম্মা আর জেঠু। সঙ্গে রান্নার ঠাকুর আর খাবার জিনিসপত্র। একটা গাড়ীতে করে আমরা এলাম ব্যান্ডেল-চার্চ। নদীর ধারে গাছের ছায়ায় বসলাম আমরা। একজন চা-ওয়ালা চা বিক্রী করছিল। আমরা সবাই চা কিনে খেলাম। রান্নার ঠাকুর রান্না শুরু করল।

আমি বাবার সাথে ফুটবল খেলছিলাম। মুঙ্কি জেঠুর সাথে ব্যাডমিন্টন খেলছিল। মা আর জেম্মা গল্প করছিল। একটু পরেই লুচি-তরকারি হয়ে গেল। আমরা সবাই মিলে লুচি-তরকারি খেলাম। তারপর সবাই মিলে চার্চের ভিতরে ঢুকলাম।

চার্চের ভিতরটা খুব সুন্দর। যীশুখ্রীষ্টের নানা ছবি ও গল্প দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে। প্রার্থনা-গৃহটা ভারি সুন্দর। কোথাও মা মেরীর কোলে যীশু, আবার কোথাও ক্রুশ-বিদ্ধ যীশু। কোথাও যীশুর উপর অত্যাচারের ছবি, কোথাও যীশুর উপদেশ দেওয়ার ছবি।

আমরা ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। জেঠু সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। আমার খুব ভাল লাগল। তখন অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। আমরা সবাই বেড়িয়ে এলাম।

নদীর ধারে গাছের ছায়ায় এসে দেখলাম রান্না হয়ে গেছে। আমরা খেতে বসলাম। ভাত, ডাল, বেগুনী, মাংস, চাটনী, পাঁপড়, মিষ্টি। দারুন খাওয়া হল।

অনেকে এখানে পিকনিক করতে এসেছে। অনেক দোকানও বসেছে। আমরা দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বাঁশি আর বেলুন কিনলাম। তারপর সবাই মিলে গাড়ীতে করে ফিরে এলাম।

অনুশীলনীঃ

প্রশ্ন ঃ তোমরা কোন সময়ে (ঋতুতে) পিকনিক করতে গিয়েছিলে?

উত্তর ঃ আমরা ..... পিকনিক করতে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ তোমরা কোন মাসে পিকনিক করতে গিয়েছিলে?

উত্তর ঃ আমরা ..... পিকনিক করতে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ তোমরা কবে পিকনিক করতে গিয়েছিলে?

উত্তর ঃ আমরা ..... পিকনিক করতে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ তোমরা কোথায় পিকনিক করতে গিয়েছিলে?

উত্তর ঃ আমরা .... পিকনিক করতে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ তোমরা ওখানে কি খেলেছিলে?

উত্তর ঃ আমরা ..... ও ..... খেলেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ তোমরা ওখানে কি দেখেছিলে?

উত্তর ঃ আমরা .... দেখেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ পিকনিকে তোমার সাথে আর কে কে ছিল?

উত্তর ঃ পিকনিকে আমার সাথে ....., ..., ..., ..., ...
ও ..... ছিল।

বাক্য রচনা কর ঃ

শীতকাল	**বর্ষাকাল** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
শীতকালে খুব ঠান্ডা হয়।	
শীতকালে সোয়েটার গায়ে দিই।	
শীতকালে কমলালেবু হয়।	

সকাল	**বিকাল / সন্ধ্যা** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠি।	
সকালে আমরা দাঁত মাজি।	
সকালে আমরা জলখাবার/টিফিন খাই।	

নদী	**রাস্তা** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
আমাদের বাড়ী নদীর ধারে।	
নদীতে নৌকা চলে।	
নদীর জলে মাছ থাকে।	

রান্না	**পড়া** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
মা রান্না করবে।	
মা রান্না করছে।	
মার রান্না হয়ে গেছে।	

বাঁশি	**পেন** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
আমার বাঁশি নেই।	
আমি একটা বাঁশি কিনবো।	
আমি বাঁশি বাজাতে ভালোবাসি।	

মিষ্টি	**সিঙ্গাড়া** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
আমরা মিষ্টির দোকানে যাবো।	
আমরা ভাল মিষ্টি কিনবো।	
আমি মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসি।	

স্বাধীনতা দিবস

শব্দভান্ডার ঃ

	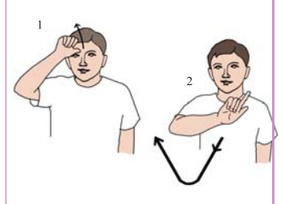
ভারত	ভারত
	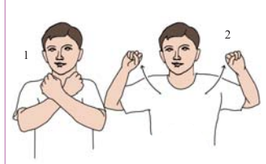
স্বাধীন	স্বাধীন
	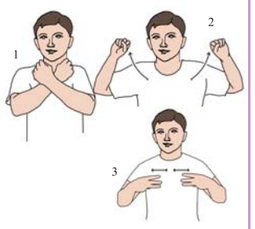
স্বাধীনতা যুদ্ধ	স্বাধীনতা যুদ্ধ
	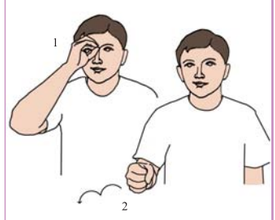
গান্ধীজী	গান্ধীজী
	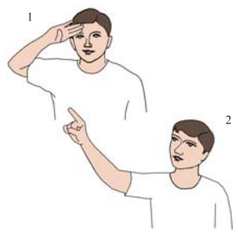
নেতাজী	নেতাজী
	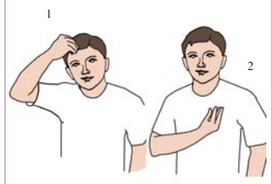
জহরলাল নেহরু	জহরলাল নেহরু
শিক্ষিকা	শিক্ষিকা
	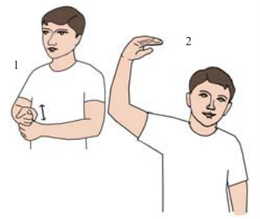
হেডস্যার	হেডস্যার

	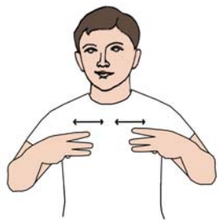
যুদ্ধ	যুদ্ধ

শ্রদ্ধা	শ্রদ্ধা

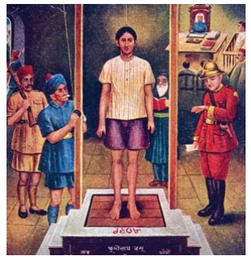	
প্রাণ দেওয়া	প্রাণ দেওয়া

প্রণাম	প্রণাম

	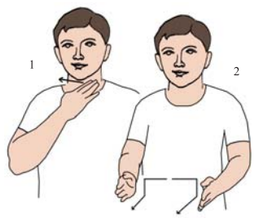
শহিদ বেদি	শহিদ বেদি

জনগণমন- অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে গাহে তব জয়গাথা	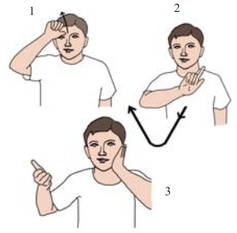
জাতীয় সঙ্গীত	জাতীয় সঙ্গীত

	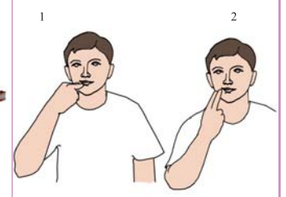
চকোলেট	চকোলেট

	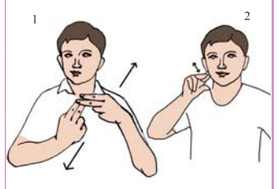
গল্প বলা	গল্প বলা

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস। ঐদিন আমাদের স্কুলে পতাকা তোলা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হয়েছিল।

ঐদিন স্কুলে পড়া হয়না। কিন্তু সবাইকে স্কুলে আসতে হয়। বই আনতে হয় না। আমরা সবাই ফুল নিয়ে যাই। আমরা সবাই মাঠে এসে দাঁড়াই। মাঠে পোষ্টে পতাকা বাঁধা থাকে। পাশে থাকে শহিদ-বেদি। স্বাধীনতার যুদ্ধে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা হলেন শহিদ। তাঁদেরই শ্রদ্ধা জানাতে এই শহিদ-বেদি।

আমরা সবাই ঐ পোষ্টের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়াই। আমাদের শিক্ষিকা-শিক্ষকরাও আসেন। আমাদের মুখোমুখি দাঁড়ান। সবশেষে হেডস্যার আসেন। হেডস্যার এলেই সবাই চুপ।

হেডস্যার আমাদের স্বাধীনতার গল্প বলেন। গান্ধীজী, নেতাজী, জহরলাল নেহেরুর গল্প বলেন। ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের গল্প বলেন।

এর পর পতাকা তোলা হয়। হেডস্যার পতাকার দড়িতে টান দেন। ফুল ঝরে পড়ে। আর পতাকাটা পোষ্টের মাথায় উঠে যায়। আমরা সবাই তখন বন্দে-মা-তরম বলে উঠি। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত বেজে ওঠে।

এর পর আমরা শহিদ বেদিতে ফুল দিই। প্রণাম করি। তারপর আমাদের চকোলেট দেওয়া হয়। আমরা চকোলেট খেতে খেতে বাড়ী আসি।

স্বাধীনতা দিবস

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস। ঐদিন আমাদের স্কুলে পতাকা তোলা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হয়েছিল।

ঐদিন স্কুলে পড়া হয়না। কিন্তু সবাইকে স্কুলে আসতে হয়। বই আনতে হয় না। আমরা সবাই ফুল নিয়ে যাই। আমরা সবাই মাঠে এসে দাঁড়াই। মাঠে পোষ্টে পতাকা বাঁধা থাকে। পাশে থাকে শহিদ-বেদি। স্বাধীনতার যুদ্ধে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা হলেন শহিদ। তাঁদেরই শ্রদ্ধা জানাতে এই শহিদ-বেদি।

আমরা সবাই ঐ পোষ্টের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়াই। আমাদের শিক্ষিকা-শিক্ষকরাও আসেন। আমাদের মুখোমুখি দাঁড়ান। সবশেষে হেডস্যার আসেন। হেডস্যার এলেই সবাই চুপ।

হেডস্যার আমাদের স্বাধীনতার গল্প বলেন। গান্ধীজী, নেতাজী, জহরলাল নেহরুর গল্প বলেন। ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের গল্প বলেন।

এরপর পতাকা তোলা হয়। হেডস্যার পতাকার দড়িতে টান দেন। ফুল ঝরে পড়ে। আর পতাকাটা পোষ্টের মাথায় উঠে যায়। আমরা সবাই তখন বন্দে-মা-তরম বলে উঠি।

জন-গন-মন অধিনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্যবিধাতা
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে,
তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয় গাথা।
জন-গন-মঙ্গল দায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্যবিধাতা
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।।

এর পর আমরা শহিদ বেদিতে ফুল দিই। প্রণাম করি। তারপর আমাদের চকোলেট দেওয়া হয়। আমরা চকোলেট খেতে খেতে বাড়ী আসি।

অনুশীলনীঃ

প্রশ্ন ঃ স্বাধীনতা দিবস কবে?

উত্তর ঃ ..... স্বাধীনতা দিবস।

প্রশ্ন ঃ ভারত কবে স্বাধীন হয়েছিল?

উত্তর ঃ ..... সালের .... ভারত স্বাধীন হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ ঐদিন স্কুলে কি হয়?

উত্তর ঃ ঐদিন স্কুলে .... হয়।

প্রশ্ন ঃ ঐদিন স্কুলে কি হয়না ?

উত্তর ঃ ঐদিন স্কুলে ..... হয়না।

প্রশ্ন ঃ ঐদিন হেডস্যার তোমাদের কি বলেন?

উত্তর ঃ ঐদিন হেডস্যার আমাদের ....., ...,
.... গল্প বলেন।
ভারতের .... গল্প বলেন।

প্রশ্ন ঃ পতাকা তোলার পর তোমরা সবাই কি বলে ওঠো?

উত্তর ঃ পতাকা তোলার পর আমরা সবাই .... বলে উঠি।

প্রশ্ন ঃ পতাকা তোলার পর কি বেজে ওঠে?

উত্তর ঃ পতাকা তোলার পর .... বেজে ওঠে।

প্রশ্ন ঃ ঐদিন তোমাদের কি দেওয়া হয়?

উত্তর ঃ ঐদিন আমাদের ..... দেওয়া হয়।

বাক্য রচনা কর ঃ

স্বাধীনতা দিবস	**শিক্ষক দিবস** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
১৫ই আগষ্ট আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছিল।	
স্বাধীনতা দিবসে শহীদ বেদীতে ফুল দেওয়া হয়।	
স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়।	

পতাকা	**ছাতা** - দিয়ে বাক্য রচনা কর
স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা তোলা হয়।	
জাতীয় পতাকার রং- গেরুয়া, সাদা ও সবুজ।	
আমাদের বাড়ীতে জাতীয় পতাকা আছে।	

স্কুল	**লাইব্রেরী** - দিয়ে বাক্য রচনা কর
আমি রোজ স্কুলে যাই।	
স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করি।	
তুমি কি আজ স্কুলে যাবে?	

চকোলেট	**আইসক্রীম** - দিয়ে বাক্য রচনা কর
চকোলেট খেতে খুব ভাল।	
দিদি আমায় চকোলেট দেয়।	
তুমি কি চকোলেট খাবে?	

গল্প	**ছবি** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
গল্প শুনতে আমার ভাল লাগে।	
ঠাকুমা রোজ গল্প বলে।	
তোমার ঠাকুমাও কি গল্প বলে?	

খেলার মাঠ

শব্দভান্ডার ঃ

		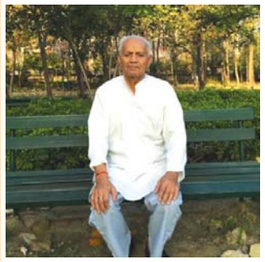	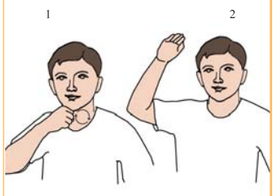
রোজ	রোজ	বয়স্ক মানুষ	বয়স্ক মানুষ
	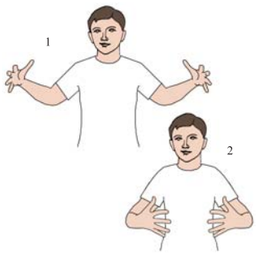		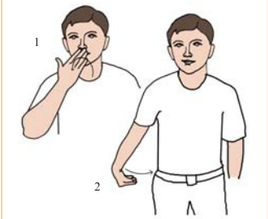
ভিড়	ভিড়	রুমালচোর	রুমালচোর
বাদাম	বাদাম	ফুচকা	ফুচকা

	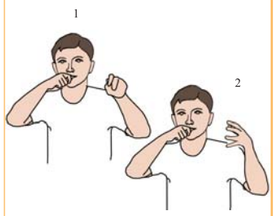
বেলুন	বেলুন

	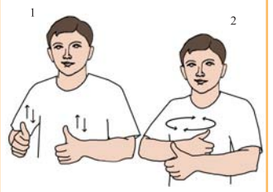
প্রতিযোগিতা	প্রতিযোগিতা

	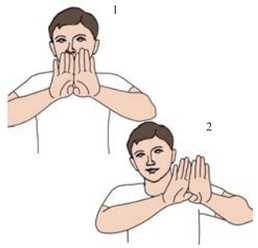
লুকোচুরি	লুকোচুরি

দল	দল

	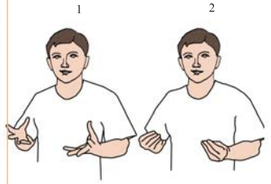
কাদা	কাদা

	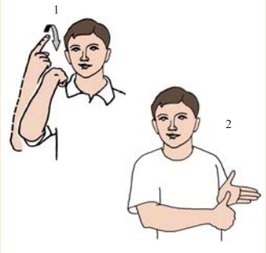
অংশগ্রহণ	গত মাস

এটা খেলার মাঠ। আমরা রোজ এখানে আসি। বিকালে এখানে খেলা করি। এই মাঠটা অনেক বড়। এখানে ফুটবল খেলা হয়। ক্রিকেট খেলা হয়। ব্যাডমিন্টন খেলা হয়। বাস্কেটবলও খেলা হয়।

আমরা ফুটবল খেলি। ক্রিকেট ও খেলি। আমার অনেক বন্ধু আছে। রনি, শুভ, মিন্টু, ইমন, শ্যামল, দেবী, মিতা, সোনিয়া, মিলি - আরও অনেকে। আমরা ছেলেরা ফুটবল খেলি, ক্রিকেট খেলি। মেয়েরা ব্যাডমিন্টন খেলে।

প্রতিদিন আমরা ফুটবল, ক্রিকেট বা ব্যাডমিন্টন খেলি না। আমরা একসাথে লুকোচুরি খেলি। কানামাছি খেলি। রুমাল চোর খেলি। আরো অনেক ছেলেমেয়ে মাঠে খেলতে আসে। অনেক বয়স্ক মানুষ ও মাঠে আসেন। ওঁরা হাঁটতে আসেন। মাঠের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে হাঁটেন।

বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়। মাঠে কাদা হয়। তখন আমরা খেলতে পারি না। কিন্তু গরমকালে আর শীতকালে রোজ মাঠে যাই।

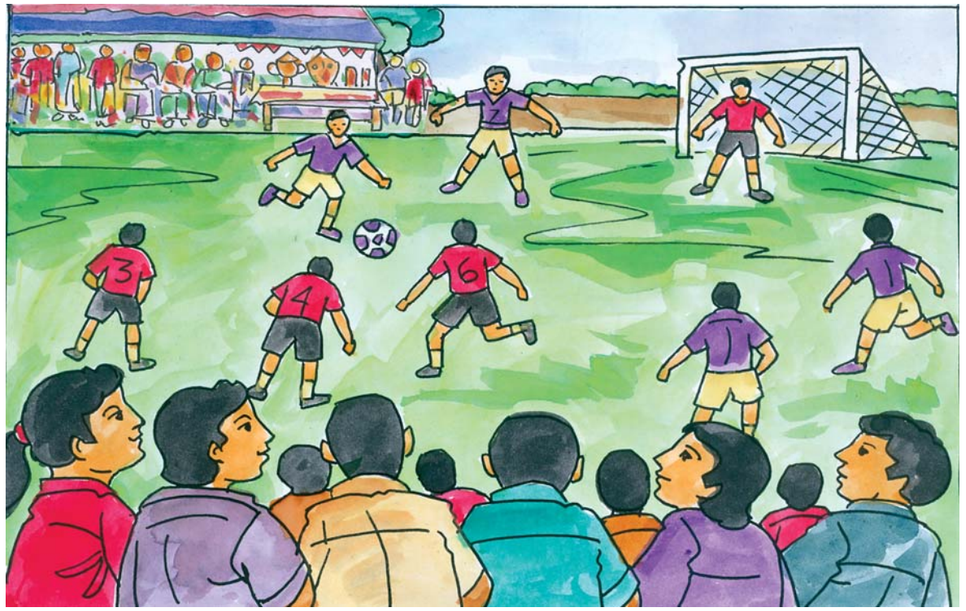

গতমাসে এখানে একটা ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়েছিল। বারোটা দল অংশ নিয়েছিল। নভেম্বর মাসে এখানে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হবে। দশ ওভারের খেলা। পনেরোটা দল অংশ নেবে। এসব বড়োদের খেলা। আমরা খেলিনা, কিন্তু দেখি। অনেক লোক এই সময় খেলা দেখতে আসে। মাঠে খুব ভিড় হয়। মাঠের ধারে ধারে বাদাম, ফুচকা, চা, বাঁশি, বেলুন - এইসব বিক্রী হয়। আমাদের খুব মজা হয়।

যখন প্রতিযোগিতা থাকে না তখন আমরাই দল ভাগ করে ফুটবল, ক্রিকেট বা ব্যাডমিন্টন খেলি। কখনো আবার লুকোচুরি বা রুমাল চোরও খেলি। খেলা শেষ হলে মাঠে বসে গল্প করি। তারপর বাড়ী যাই।

খেলার মাঠ

এটা খেলার মাঠ। আমরা রোজ এখানে আসি। বিকালে এখানে খেলা করি। এই মাঠটা অনেক বড়। এখানে ফুটবল খেলা হয়। ক্রিকেট খেলা হয়। ব্যাডমিন্টন খেলা হয়। বাস্কেটবলও খেলা হয়।

আমরা ফুটবল খেলি। ক্রিকেট ও খেলি। আমার অনেক বন্ধু আছে। রনি, শুভ, মিন্টু, ইমন, শ্যামল, দেবী, মিতা, সোনিয়া, মিলি - আরও অনেকে। আমরা ছেলেরা ফুটবল খেলি, ক্রিকেট খেলি। মেয়েরা ব্যাডমিন্টন খেলে।

প্রতিদিন আমরা ফুটবল, ক্রিকেট বা ব্যাডমিন্টন খেলি না। আমরা একসাথে লুকোচুরি খেলি। কানামাছি খেলি। রুমাল চোর খেলি। আরো অনেক ছেলেমেয়ে মাঠে খেলতে আসে। অনেক বয়স্ক মানুষ ও মাঠে আসেন। ওঁরা হাঁটতে আসেন। মাঠের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে হাঁটেন।

বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়। মাঠে কাদা হয়। তখন আমরা খেলতে পারি না। কিন্তু গরমকালে আর শীতকালে রোজ মাঠে যাই।

গতমাসে এখানে একটা ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়েছিল। বারোটা দল অংশ নিয়েছিল। নভেম্বর মাসে এখানে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হবে। দশ ওভারের খেলা। পনেরোটা দল অংশ নেবে। এসব বড়োদের খেলা। আমরা খেলিনা কিন্তু দেখি। অনেক লোক এই সময় খেলা দেখতে আসে। মাঠে খুব ভিড় হয়। মাঠের ধারে ধারে বাদাম, ফুচকা, চা, বাঁশি, বেলুন - এইসব বিক্রী হয়। আমাদের খুব মজা হয়।

যখন প্রতিযোগিতা থাকে না তখন আমরাই দল ভাগ করে ফুটবল, ক্রিকেট বা ব্যাডমিন্টন খেলি। কখনো আবার লুকোচুরি বা রুমাল চোরও খেলি। খেলা শেষ হলে আমরা মাঠে বসে গল্প করি। তারপর বাড়ী যাই।

অনুশীলনীঃ

প্রশ্ন ঃ তোমরা রোজ বিকালে কোথায় যাও?

উত্তর ঃ আমরা রোজ বিকালে ..... যাই।

প্রশ্ন ঃ খেলার মাঠে রোজ বিকালে তোমরা কি খেল?

উত্তর ঃ খেলার মাঠে রোজ বিকালে আমরা ..... খেলি।

খেলার মাঠে রোজ বিকালে আমরা ..... খেলি।

খেলার মাঠে রোজ বিকালে আমরা ..... খেলি।

প্রশ্ন ঃ খেলার মাঠে মেয়েরা কি খেলে?

উত্তর ঃ খেলার মাঠে মেয়েরা ..... খেলে।

প্রশ্ন ঃ খেলার মাঠে তোমরা একসাথে কি খেল?

উত্তর ঃ খেলার মাঠে আমরা একসাথে ..... খেলি।

খেলার মাঠে আমরা একসাথে ..... খেলি।

খেলার মাঠে আমরা একসাথে ..... খেলি।

প্রশ্ন ঃ খেলার মাঠে বয়স্ক মানুষরা কি করেন?

উত্তর ঃ খেলার মাঠে বয়স্ক মানুষরা .... হাঁটেন।

প্রশ্ন ঃ বর্ষাকালে মাঠে কি হয়?

উত্তর ঃ বর্ষাকালে মাঠে ..... হয়।

প্রশ্ন ঃ গতমাসে এখানে কি হয়েছিল?

উত্তর ঃ গতমাসে এখানে .... হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ নভেম্বর মাসে এখানে কি হবে?

উত্তর ঃ নভেম্বর মাসে এখানে .... হবে।

বাক্য রচনা কর ঃ

বিকালে	**সকালে** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
আমরা বিকালে স্কুল থেকে বাড়ী ফিরি।	
আমরা বিকালে মাঠে যাই।	
বিকালে আমরা মাঠে ফুটবল খেলি।	

রোজ	**সন্ধ্যায়** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
আমি রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠি।	
আমি রোজ স্কুলে যাই।	
আমি রোজ মাঠে খেলতে যাই।	

মাঠে	**বাড়িতে** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
সবাই মাঠে খেলতে যায়।	
দাদু মাঠে হাঁটতে যায়।	
বর্ষায় মাঠে কাদা হয়।	

বয়স্ক মানুষরা	**মেয়েরা** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
বয়স্ক মানুষরা মাঠে আসেন।	
বয়স্ক মানুষরা মাঠে হাঁটেন।	
বয়স্ক মানুষরা আমাদের খেলা দেখেন।	

ফুটবল	**ক্রিকেট** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
আগামীকাল ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে।	
ছেলেরা ফুটবল খেলে।	
মেয়েরাও ফুটবল খেলে।	

বাজার

শব্দভান্ডার ঃ

বাজার করা

বাজার করা

বাজার / মার্কেট

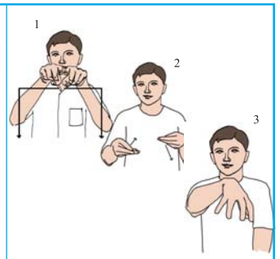

বাজার / মার্কেট

মুদি দোকান

মুদি দোকান

পটল

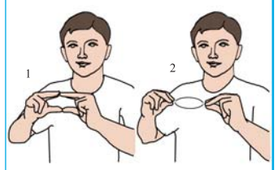

পটল

শাক

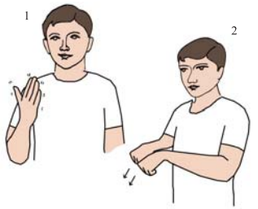

শাক

শিম

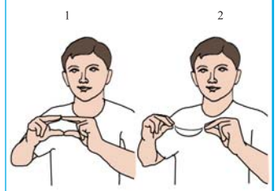

শিম

ঝিঙে

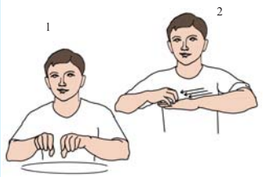

ঝিঙে

কুমড়ো

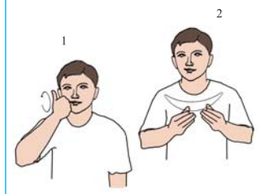

কুমড়ো

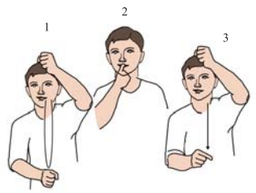

চিচিঙ্গে	চিচিঙ্গে

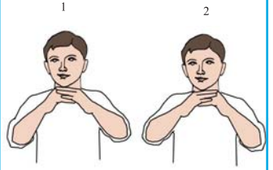

বাঁধাকপি	বাঁধাকপি

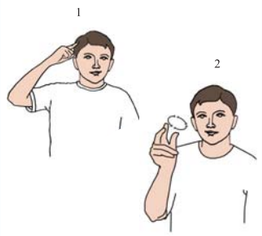

জাম	জাম

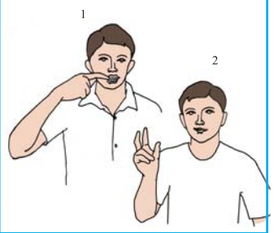

জামরুল	জামরুল

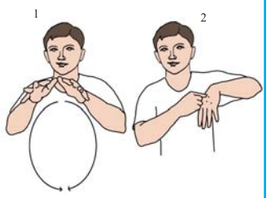

কাঁঠাল	কাঁঠাল

লিচু	লিচু

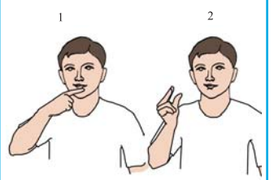

তাল	তাল

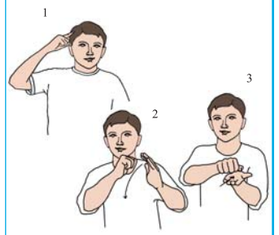

চাষী	চাষী

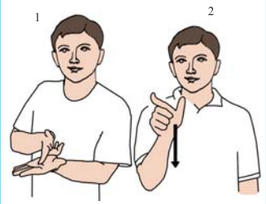

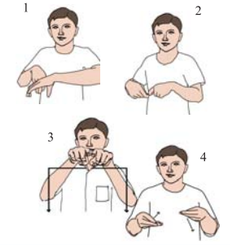

জুতোর দোকান	জুতোর দোকান

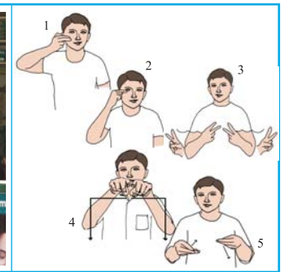

স্টেশনারী দোকান	স্টেশনারী দোকান

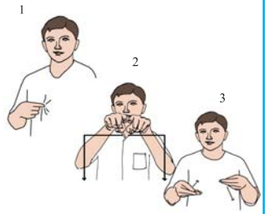

জামাকাপড়ের দোকান	জামাকাপড়ের দোকান

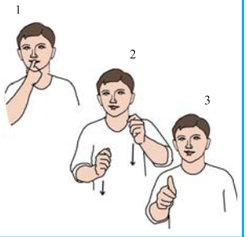

(image 23)	
দুধের ডিপো	দুধের ডিপো

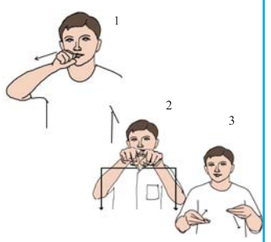

মাংসের দোকান	মাংসের দোকান

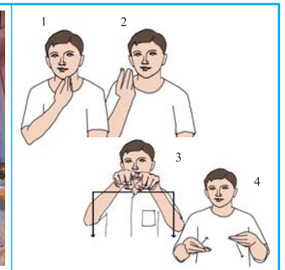

(image 27)	
মিষ্টির দোকান	মিষ্টির দোকান

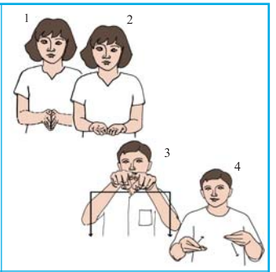

বইয়ের দোকান	বইয়ের দোকান

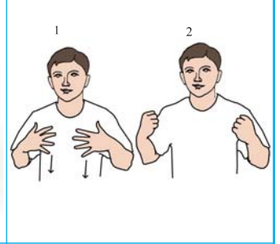

গায়ের জোর	গায়ের জোর

এটা বাজার। এখানে অনেক দোকান আছে। শাক-সব্জী পাওয়া যায়। ফল পাওয়া যায়। মাছ মাংস পাওয়া যায়। মিষ্টির দোকান আছে। মুদির দোকান আছে। স্টেশনারী দোকান আছে। দুধের ডিপো আছে। বইয়ের দোকান আছে। পোশাকের দোকান আছে। জুতোর দোকান আছে। চুল কাটার সেলুন আছে। এখানে ফুল গাছ কিনতে পাওয়া যায়। শাক-সব্জী, ফল আর মাছ, মাংসের দোকানগুলো সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত খোলা থাকে। অন্য দোকানগুলো সারাদিনই খোলা থাকে।

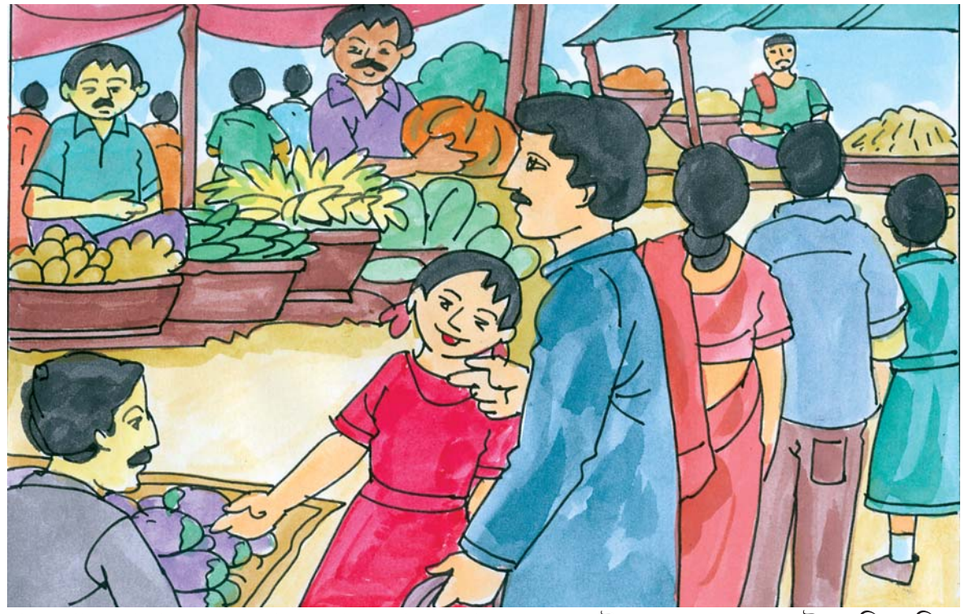

দাদু এখানে বাজার করে। রোজ সকালে আসে। আলু, বেগুন, পটল, কুমড়ো, মাছ - এইসব কিনে নিয়ে যায়। ছুটির দিনে বাবাও আসে, কোন কোন দিন মা। আমিও বাবার সাথে বাজারে আসি।

অনেক দূর থেকে চাষীরা এই বাজারে আসে। তারা ঝিঙে, আলু, পটল - এইসব সব্জী নিয়ে আসে। আম কাঁঠাল, কলা - এইসব ফলও নিয়ে আসে। বাজারে বিক্রী করে। আমরা পয়সা দিয়ে কিনি।

দাদু বলে, শীতকালের সব্জী আর গরমকালের সব্জী আলাদা। ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালংশাক, শিম, মূলা - এসব শীতকালে জন্মায়। আবার পটল, ঝিঙে, ঢেঁড়স, চিচিংগে - এসব গরমকালে জন্মায়। যেমন তরমুজ, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুল - এসব গরমকালের ফল। তাল, আনারস হয় বর্ষায়। আর কমলালেবু শীতকালে।

বাবা বলে, এখন তো সব সময়েই সবকিছু পাওয়া যায়। ঠাকুমা বলে, যখনকার যা সব্জী, যখনকার যা ফল তা খেলে শরীর ভাল থাকে। আর মা বলে, পেট ভরে খেতে হবে। তবে গায়ে জোর হবে।

এবারে খুব আম হয়েছে। আম খেতে খুব মিষ্টি। দাদু রোজ বাজার থেকে আম কিনে আনছে। আমরা খুব আম খাচ্ছি। ঠাকুমা দাদুকে বলেছে, শুধু আম আনছো। অন্য ফলও কিছু এনো। দাদু বলেছে, এবার কাঁঠাল আনবো। বাবা বলছে, আমাদের এই বাজারটা খুব ভালো। এখানে সবকিছু পাওয়া যায়।

বাজার

এটা বাজার। এখানে অনেক দোকান আছে। শাক-সব্জী পাওয়া যায়। ফল পাওয়া যায়। মাছ মাংস পাওয়া যায়। মিষ্টির দোকান আছে। মুদির দোকান আছে। স্টেশনারী দোকান আছে। দুধের ডিপো আছে। বইয়ের দোকান আছে। পোশাকের দোকান আছে। জুতোর দোকান আছে। চুল কাটার সেলুন আছে। এখানে ফুল গাছ কিনতে পাওয়া যায়।
শাক-সব্জী, ফল আর মাছ, মাংসের দোকানগুলো সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত খোলা থাকে। অন্য দোকানগুলো সারাদিনই খোলা থাকে।
দাদু এখানে বাজার করে। রোজ সকালে আসে। আলু, বেগুন, পটল, কুমড়ো, মাছ - এইসব কিনে নিয়ে যায়। ছুটির দিনে বাবাও আসে, কোন কোন দিন মা। আমিও বাবার সাথে বাজারে আসি।

অনেক দূর থেকে চাষীরা এই বাজারে আসে। তারা ঝিঙে, আলু, পটল - এইসব সব্জী নিয়ে আসে। আম কাঁঠাল, কলা - এইসব ফলও নিয়ে আসে। বাজারে বিক্রী করে। আমরা পয়সা দিয়ে কিনি।

দাদু বলে, শীতকালের সব্জী আর গরমকালের সব্জী আলাদা। ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালংশাক, শিম, মূলা - এসব শীতকালে জন্মায়। আবার পটল, ঝিঙে, ঢেঁড়স, চিচিংগে - এসব গরমকালে জন্মায়। যেমন তরমুজ, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুল - এসব গরমকালের ফল। তাল, আনারস হয় বর্ষায়। আর কমলালেবু শীতকালে।

বাবা বলে, এখন তো সব সময়েই সবকিছু পাওয়া যায়। ঠাকুমা বলে, যখনকার যা সব্জী, যখনকার যা ফল তা খেলে শরীর ভাল থাকে। আর মা বলে, পেট ভরে খেতে হবে। তবে গায়ে জোর হবে।

এবারে খুব আম হয়েছে। আম খেতে খুব মিষ্টি। দাদু রোজ বাজার থেকে আম কিনে আনছে। আমরা খুব আম খাচ্ছি। ঠাকুমা দাদুকে বলেছে, শুধু আম আনছো। অন্য ফলও কিছু এনো। দাদু বলেছে, এবার কাঁঠাল আনবো।
বাবা বলছে, আমাদের এই বাজারটা খুব ভালো। এখানে সবকিছু পাওয়া যায়।

অনুশীলনীঃ

প্রশ্ন ঃ বাজারে কি আছে?

উত্তর ঃ বাজারে .... আছে।

বাজারে ..... দোকান আছে।

বাজারে ..... দোকান আছে।

বাজারে ..... দোকান আছে।

বাজারে ..... ডিপো আছে।

বাজারে ..... দোকান আছে।

বাজারে ..... দোকান আছে।

বাজারে ..... দোকান আছে।

বাজারে ..... দোকান আছে।

বাজারে ..... সেলুন আছে।

প্রশ্ন ঃ বাজারে কি পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ বাজারে ..... পাওয়া যায়।

বাজারে ..... পাওয়া যায়।

বাজারে .... পাওয়া যায়।

বাজারে .... কিনতে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ কোন দোকানগুলো সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত খোলা থাকে?

উত্তর ঃ .... দোকানগুলো সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত খোলা থাকে।

প্রশ্ন ঃ বর্ষাকালে কি কি ফল জন্মায়?

উত্তর ঃ ....., ... জন্মায় বর্ষাকালে।

প্রশ্ন ঃ চাষীরা বাজারে কি নিয়ে আসে?

উত্তর ঃ চাষীরা বাজারে ....., ..., ..., এইসব সব্জী নিয়ে আসে।

....., ..., ... এইসব ফলও নিয়ে আসে।

প্রশ্ন ঃ গরমকালে কি কি সব্জী জন্মায়?

উত্তর ঃ ....., ..., ..., ... এসব গরমকালে জন্মায়।

প্রশ্ন ঃ গরমকালে কি কি ফল জন্মায়?

উত্তর ঃ ....., ..., ..., ..., ..., এসব গরমকালে জন্মায়।

প্রশ্ন ঃ শীতকালে কি ফল জন্মায়?

উত্তর ঃ ..... জন্মায় শীতকালে।

প্রশ্ন ঃ দুধের ডিপোয় কি পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ দুধের ডিপোয় ..... কিনতে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ তোমাদের বাজারটা কেমন?

উত্তর ঃ আমাদের বাজারটা খুব ....., এখানে সব রকমের জিনিস পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ অনেক দূর থেকে চাষীরা কোথায় আসে?

উত্তর ঃ অনেক দূর থেকে চাষীরা এই বাজারে আসে।

প্রশ্ন ঃ শীতকালে কি কি জন্মায়?

উত্তর ঃ ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালংশাক, শিম, মূলা - এসব শীতকালে জন্মায়।

বাক্য রচনা কর ঃ

বাজার	**দোকান** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
দাদু রোজ বাজারে যায়।	
বাজার থেকে মাছ আনে।	
তোমাদের বাড়ীতে কে বাজারে যান?	

চাষি	**নাপিত** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
চাষি জমিতে চাষ করে।	
চাষি লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে।	
চাষিরা বাজারে ফসল বিক্রী করতে আসে।	

মুদির দোকান	**স্টেশনারী দোকান** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
মা আমায় মুদির দোকানে যেতে বলে।	
আমি রোজ মুদির দোকানে যাই।	
মুদির দোকানে চাল, ডাল সব পাওয়া যায়।	

মাংসের দোকান	**মাছের দোকান** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
রবিবার বাবা মাংসের দোকানে যান।	
মাংসের দোকান থেকে মাংস আনা হয়।	
তোমরাও কি মাংসের দোকানে যাও?	

দুধের ডিপো	**সেলুন** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
মা দুধের ডিপোয় দুধ আনতে যায়।	
দুধের ডিপোটা বাড়ীর খুব কাছে।	
তোমরাও কি দুধের ডিপোয় দুধ নিতে যাও?	

ট্রেনযাত্রা

শব্দভান্ডার ঃ

লোকাল ট্রেন

লোকাল ট্রেন

এক্সপ্রেস ট্রেন

এক্সপ্রেস ট্রেন

ট্রেনের বাঙ্ক

ট্রেনের বাঙ্ক

হাওড়া

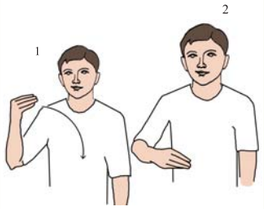

হাওড়া

প্ল্যাটফর্ম

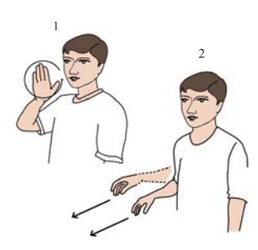

প্ল্যাটফর্ম

হকার

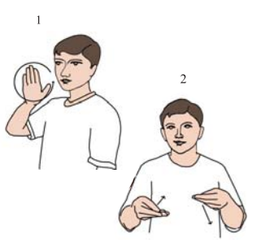

হকার

এস্কেলেটর/চলন্ত সিঁড়ি

এস্কেলেটর/চলন্ত সিঁড়ি

ব্যান্ডেল

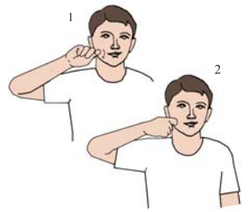

ব্যান্ডেল

জেম্মা

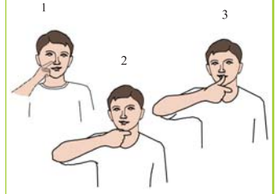

জেম্মা

জেঠু

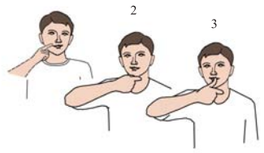

জেঠু

মশলা-মুড়ি

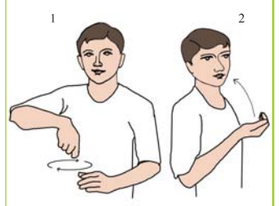

মশলা-মুড়ি

খবরের কাগজ

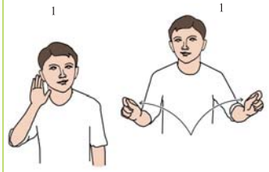

খবরের কাগজ

গরমের ছুটি পড়েছে। বাবা বলল, কোথায় যাবে? পাহাড় না সমুদ্র? আমি বললাম, সমুদ্র। মা বলল, পাহাড়ই তো ভাল, ঠান্ডা পাওয়া যেত। বাবা বলল, সমুদ্রের ধারেও খুব গরম হবে না। ঠিক হল সমুদ্রে যাওয়া। পুরী, দীঘা অনেকবার দেখা। তাই চাঁদিপুর। ব্যান্ডেল থেকে লোকাল ট্রেনে হাওড়া। হাওড়া থেকে ফলকনামা এক্সপ্রেসে বালেশ্বর। সেখান থেকে গাড়ীতে চাঁদিপুর।

ভোরবেলা অটোতে করে ব্যান্ডেল স্টেশনে এলাম আমরা। আমি, মুক্কি, জেঠু, জেম্মা, দিদি, মা আর বাবা। জেঠু টিকিট কাটতে গেল। আমরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। বাবা বলল, এটা হল প্লাটফর্ম। প্ল্যাটফর্মের উপরে দু-তিনটে চা-য়ের দোকান। অনেকে চা খাচ্ছে। একটা লোক খবরের কাগজ বিক্রী করছিল। জেঠু একটা খবরের কাগজ কিনল। বাবা বলল, এরা হল হকার। বললাম সেটা কি? বাবা বলল, যারা প্লাটফর্মে বা ট্রেনে কিছু বিক্রী করে তাদের হকার বলে। জেঠু বলল, রাস্তায় ফুটপাথে বা গাড়ীতেও এদের দেখা যায়।

ট্রেনটা দাঁড়িয়েই ছিল। উঠলাম আমরা। আমি আর মুক্কি জানালার ধারে বসে ছিলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। আমরা জানালা দিয়ে দেখছিলাম। দূরের গাছপালাগুলো সরে সরে যাচ্ছিল। একটার পর একটা স্টেশন আসছিল। আমাদের ট্রেনটা থামছিল। কিছু লোক নামছিল। কিছু লোক উঠছিল। আবার ট্রেনটা চলছিল। প্রতি স্টেশনেই হকার উঠছিল। কেউ চা, কেউ বাদাম, কেউ আবার মুড়ি বিক্রী করছিল।

এভাবে এক ঘন্টা পরে আমরা হাওড়া স্টেশন পৌঁছে গেলাম। হাওড়া স্টেশনটা মস্ত বড়। কত লোক। তেইশটা প্লাটফর্ম। ফলকনামা এক্সপ্রেস ছাড়বে একুশ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে। আমরা চলন্ত সিঁড়ি পেরিয়ে একুশ নম্বর প্লাটফর্মে এলাম। দেখলাম, ট্রেনের গায়ে যাত্রীদের নামের লিস্ট টাঙানো। জেঠু পকেট থেকে টিকিট বের করে আমাদের নাম মিলিয়ে নিল। আমরা ট্রেনে উঠলাম।

এ ট্রেনের ভিতরটা আলাদা রকমের। একদিকে ছটা সিট। আরেকদিকে দুটে সিট। মাঝখান দিয়ে রাস্তা। এ ট্রেনটাতে নাকি শোয়া যায়। শোয়ার জায়গাগুলোকে বলে বাঙ্ক। আমি, দিদি আর মুক্কি তিনটে উপরের বাঙ্কে উঠে গল্প করতে লাগলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল।

এই ট্রেনটা সব স্টেশনে থামে না। অনেক ছোট ছোটো স্টেশনের উপর দিয়ে হু হু করে ছুটে যাচ্ছিল ট্রেনটা। হকার উঠছিল। চা, কফি, মশলা-মুড়ি আরো কত কী। আমরা মশলা-মুড়ি আর কফি খেলাম। তার পর কখন ঘুমিয়ে গেছি জানি না। হঠাৎ দিদি ডাকছে, ওঠ নামতে হবে। আমরা সবাই ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। প্লাটফর্মে নেমেই দেখি বড় বড় করে লেখা, বালেশ্বর।

ট্রেনযাত্রা

গরমের ছুটি পড়েছে। বাবা বলল, কোথায় যাবে? পাহাড় না সমুদ্র? আমি বললাম, সমুদ্র। মা বলল, পাহাড়ই তো ভাল, ঠান্ডা পাওয়া যেত। বাবা বলল, সমুদ্রের ধারেও খুব গরম হবে না।

ঠিক হল সমুদ্রে যাওয়া। পুরী, দীঘা অনেকবার দেখা। তাই চাঁদিপুর। ব্যান্ডেল থেকে লোকাল ট্রেনে হাওড়া। হাওড়া থেকে ফলকনামা এক্সপ্রেসে বালেশ্বর। সেখান থেকে গাড়ীতে চাঁদিপুর।

ভোরবেলা অটোতে করে ব্যান্ডেল স্টেশনে এলাম আমরা। আমি, মুন্কি, জেঠু, জেম্মা, দিদি, মা আর বাবা। জেঠু টিকিট কাটতে গেল। আমরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। বাবা বলল, এটা হল প্ল্যাটফর্ম। প্ল্যাটফর্মের উপরে দু-তিনটে চা-য়ের দোকান। অনেকে চা খাচ্ছে। একটা লোক খবরের কাগজ বিক্রী করছিল। জেঠু একটা খবরের কাগজ কিনল। বাবা বলল, এরা হল হকার। বললাম সেটা কি? বাবা বলল, যারা প্ল্যাটফর্মে বা ট্রেনে কিছু বিক্রী করে তাদের হকার বলে। জেঠু বলল, রাস্তায় ফুটপাথে বা গাড়ীতেও এদের দেখা যায়।

ট্রেনটা দাঁড়িয়েই ছিল। উঠলাম আমরা। আমি আর মুন্কি জানালার ধারে বসে ছিলাম। আর সকলে আমাদের পাশে। ট্রেন ছেড়ে দিল। আমরা জানালা দিয়ে দেখছিলাম। দূরের গাছপালাগুলো সরে সরে যাচ্ছিল। একটার পর একটা স্টেশন আসছিল। আমাদের ট্রেনটা থামছিল। কিছু লোক নামছিল। কিছু লোক উঠছিল। আবার ট্রেনটা চলছিল। প্রতি স্টেশনেই হকার উঠছিল। কেউ চা, কেউ বাদাম, কেউ আবার মুড়ি বিক্রী করছিল।

এভাবে এক ঘন্টা পরে আমরা হাওড়া স্টেশন পৌঁছে গেলাম। হাওড়া স্টেশনটা মস্ত বড়। কত লোক। তেইশটা প্ল্যাটফর্ম। ফলকনামা এক্সপ্রেস ছাড়বে একুশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। আমরা চলন্ত সিঁড়ি পেরিয়ে একুশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এলাম। দেখলাম, ট্রেনের গায়ে যাত্রীদের নামের লিস্ট টাঙানো। জেঠু পকেট থেকে টিকিট বের করে আমাদের নাম মিলিয়ে নিল। আমরা ট্রেনে উঠলাম।

এ ট্রেনের ভিতরটা আলাদা রকমের। একদিকে ছটা সিট। আরেকদিকে দুটে সিট। মাঝখান দিয়ে রাস্তা। এ ট্রেনটাতে নাকি শোয়া যায়। শোয়ার জায়গাগুলোকে বলে বাঙ্ক। আমি, দিদি আর মুন্কি তিনটে উপরের বাঙ্কে উঠে গল্প করতে লাগলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল।

এই ট্রেনটা সব স্টেশনে থামে না। অনেক ছোট ছোটো স্টেশনের উপর দিয়ে হু হু করে ছুটে যাচ্ছিল ট্রেনটা। হকার উঠছিল। চা, কফি, মশলা-মুড়ি আরো কত কী। আমরা মশলা-মুড়ি আর কফি খেলাম। তার পর কখন ঘুমিয়ে গেছি জানি না। হঠাৎ দিদি ডাকছে, ওঠ নামতে হবে।

আমরা সবাই ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। প্ল্যাটফর্মে নেমেই দেখি বড় বড় করে লেখা, বালেশ্বর।

অনুশীলনী ঃ

প্রশ্ন ঃ গরমের ছুটিতে কোথায় যাওয়া ঠিক হল?

উত্তর ঃ গরমের ছুটিতে ..... যাওয়া ঠিক হল।

প্রশ্ন ঃ তোমরা কে কে বেড়াতে গিয়েছিলে?

উত্তর ঃ ....., ..., ..., ..., ...,
.... বেড়াতে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ কে টিকিট কাটতে গিয়েছিল?

উত্তর ঃ ..... টিকিট কাটতে গিয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ ট্রেনে যারা জিনিস বিক্রি করে তাদের কি বলে?

উত্তর ঃ ট্রেনে যারা জিনিস বিক্রি করে তাদের ..... বলে।

প্রশ্ন ঃ ট্রেনে হকাররা কি বিক্রি করছিল?

উত্তর ঃ ট্রেনে হকাররা ....., ..., ..., বিক্রি করছিল।

প্রশ্ন ঃ হাওড়া স্টেশনে কটা প্ল্যাটফর্ম আছে?

উত্তর ঃ হাওড়া স্টেশনে ..... প্ল্যাটফর্ম আছে।

প্রশ্ন ঃ ফলকনামা এক্সপ্রেস কত নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছেড়েছিল?

উত্তর ঃ ফলকনামা এক্সপ্রেস ..... নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছেড়েছিল।

প্রশ্ন ঃ ট্রেনে তোমরা কি খেয়েছিলে?

উত্তর ঃ ট্রেনে আমরা ..... ও ..... খেয়েছিলাম।

বাক্য রচনা কর ঃ

গরমের ছুটি	**পুজোর ছুটি** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
স্কুলে গরমের ছুটি থাকে।	
গরমের ছুটিতে আমরা বেড়াতে যাবো।	
তোমরা গরমের ছুটিতে কোথায় যাবে?	

ট্রেন	**বাস** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
বাবা রোজ ট্রেনে করে অফিস যায়।	
আমরা এক্সপ্রেস ট্রেনে করে বেড়াতে যাবো।	
তোমরাও কি এক্সপ্রেস ট্রেনে চড়েছে?	

ব্যান্ডেল স্টেশন	**হাওড়া স্টেশন** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
ব্যান্ডেল স্টেশনটা বেশ বড়।	
ব্যান্ডেল স্টেশনে নেমে জেঠুর বাড়ী যাই।	
তোমরা কখনো কি ব্যান্ডেল স্টেশনে গেছ?	

পাহাড়	**সমুদ্র** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
আমরা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম।	
দার্জিলিং যেতে পাহাড়ে চড়তে হয়।	
তুমি কি পাহাড় দেখেছ?	

মুড়ি	**বাদাম** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
আমি রোজ মশলা মুড়ি খাই।	
ভাই দুধ দিয়ে মুড়ি খায়।	
তোমরা কি মুড়ি খাও?	

একটি মেলা

শব্দভান্ডার ঃ

রথের মেলা

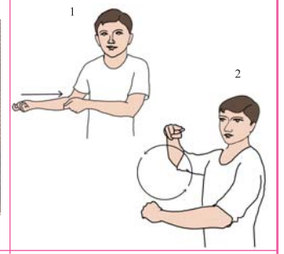

রথের মেলা

ফাঁকা মাঠ

ফাঁকা মাঠ

খেলনার দোকান

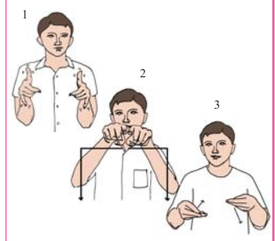

খেলনার দোকান

গাছের দোকান

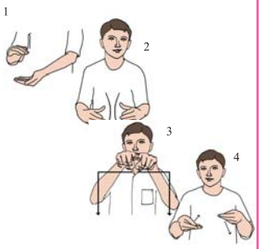

গাছের দোকান

নাগরদোলা

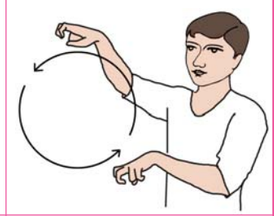

নাগরদোলা

লটারী

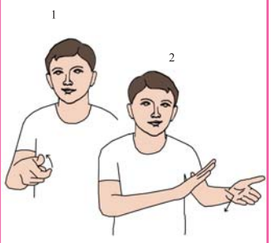

লটারী

ফলের গাছ

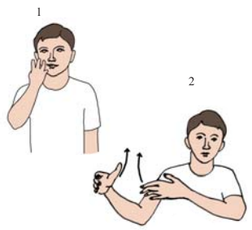

ফলের গাছ

ফুলের গাছ

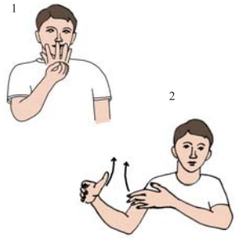

ফুলের গাছ

জিলিপি

জিলিপি

ফুলদানী

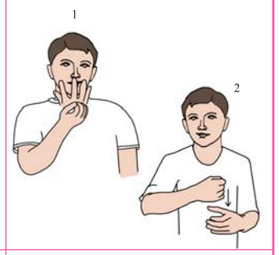

ফুলদানী

আমের গাছ

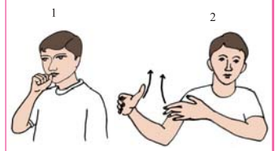

আমের গাছ

পিসিমার বাড়ী

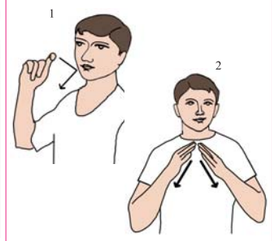

পিসিমার বাড়ী

ঝুড়ি

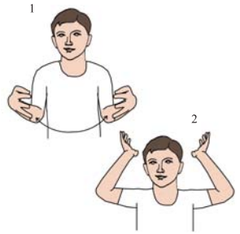

ঝুড়ি

বস্ত্র মেলা

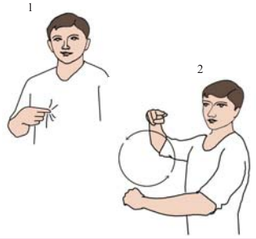

বস্ত্র মেলা

পর্যটন মেলা

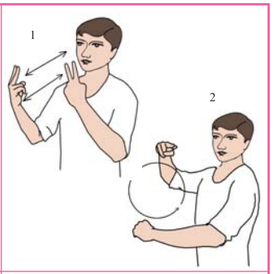

পর্যটন মেলা

গোলাপ ফুলের গাছ

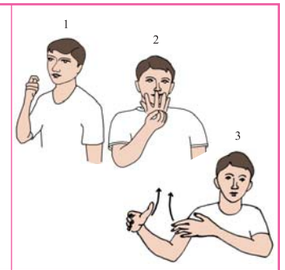

গোলাপ ফুলের গাছ

কাঠের আসবাবপত্রের দোকান

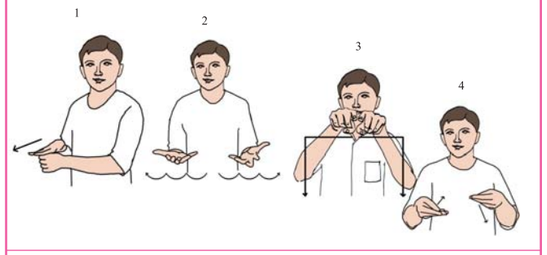

কাঠের আসবাবপত্রের দোকান

বাসনপত্রের দোকান

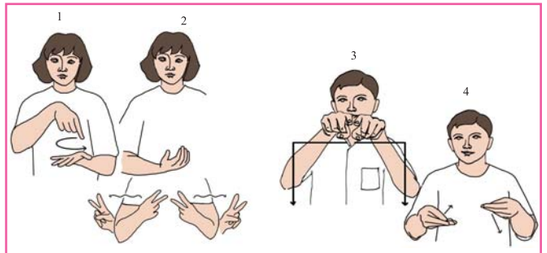

বাসনপত্রের দোকান

কাঁচের ও চিনেমাটির বাসনপত্রের দোকান

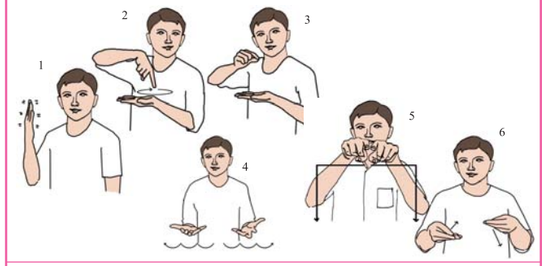

কাঁচের ও চিনেমাটির বাসনপত্রের দোকান

লোহার যন্ত্রপাতির দোকান

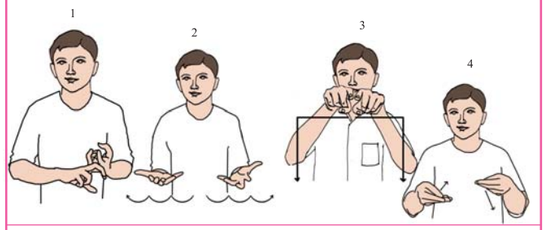

লোহার যন্ত্রপাতির দোকান

সব্জীর বীজ ও চারা গাছ

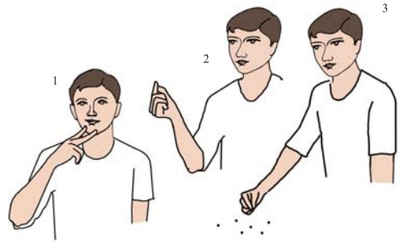

সব্জীর বীজ ও চারা গাছ

বাঁশের জিনিসপত্রের দোকান

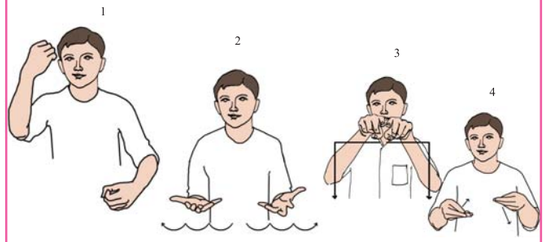

বাঁশের জিনিসপত্রের দোকান

বই মেলা

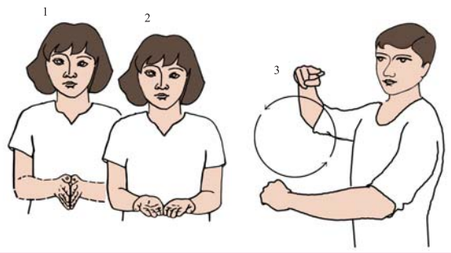

বই মেলা

স্কুলের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পিসিমার বাড়ী। ওখানে রথের মেলা হয়। আমার পিসতুতো দাদা বলল, চল মেলা দেখে আসি। বাড়ীর কাছেই। তাই আমরা হাঁটতে হাঁটতে গেলাম। রাস্তার ধারে একটা বিশাল ফাঁকা মাঠ। সেখানেই মেলা বসেছে।

একদিকে রথটা দাঁড় করানো আছে। গাছের পাতা আর ফুল দিয়ে সাজানো। তার সামনেটা ফাঁকা। রথ টানা হবে তার জন্য। পাশ থেকে শুরু হয়েছে মেলার দোকান। এক দিকে খেলনার দোকান। তার পরে বাসনপত্রের দোকান। লোহার যন্ত্রপাতির দোকান। তার পাশে গাছের দোকান।

অন্যদিকে নানা রকমের খাবারের দোকান। লটারী খেলা রয়েছে। কাঠের আসবাব পত্রের দোকান রয়েছে। বাঁশের জিনিষপত্রের দোকান রয়েছে। কাচের ও চীনেমাটির বাসনপত্রের দোকান। আর একদিকে রয়েছে নাগরদোলা ও আরো অনেক রকমের খেলা।

আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। গাছের দোকানগুলোর কাছে এলাম কত রকমের গাছ। ফলের গাছ, ফুলের গাছ, সব্জীর বীজ ও চারা। ঘর সাজাবার গাছ। আরো কত কী। আমি একটা গোলাপ ফুলের গাছ কিনলাম। দাদা একটা আমের গাছ কিনলো। এর পর আমরা এলাম বাঁশের জিনিষপত্রের দোকানের কাছে। নানা রকমের বাঁশের ঝুড়ি রয়েছে। দাদা একটা ঝুড়ি নিল। আমি একটা বাঁশের বাঁশি নিলাম।

দাদা বলল, চল কিছু খাওয়া যাক। আমরা এলাম খাবারের দোকানে। অনেকগুলো দোকান। নানা রকমের মিষ্টি। গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছিল। আমরা জিলিপি খেলাম। আমার খুব নাগরদোলা চড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল। দাদাকে বললাম। তারপর আমি আর দাদা নাগরদোলা চড়লাম।

দাদা বলল, আর কি করবি বল? কি খাবি? কি কিনবি? আমি বললাম ফুলদানী। কাঠের দোকানে একটা সুন্দর ফুলদানী দেখেছিলাম। দাদা সেটা কিনে দিল। ততক্ষনে রথ টানা শুরু হয়ে গেছে। আমরাও বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। আমি আগে অনেক মেলা দেখেছি, মার সাথে। বইমেলা, বস্ত্রমেলা, পর্যটন মেলা - আরও কত কী। কিন্তু এই মেলাটা অন্য রকম।

একটি মেলা

স্কুলের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পিসিমার বাড়ী। ওখানে রথের মেলা হয়। আমার পিসতুতো দাদা বলল, চল মেলা দেখে আসি। বাড়ীর কাছেই। তাই আমরা হাঁটতে হাঁটতে গেলাম। রাস্তার ধারে একটা বিশাল ফাঁকা মাঠ। সেখানেই মেলা বসেছে। একদিকে রথটা দাঁড় করানো আছে। গছের পাতা আর ফুল দিয়ে সাজানো। তার সামনেটা ফাঁকা। রথ টানা হবে তার জন্য। পাশ থেকে শুরু হয়েছে মেলার দোকান। এক দিকে খেলনার দোকান। তার পরে বাসনপত্রের দোকান। লোহার যন্ত্রপাতির দোকান। তার পাশে গাছের দোকান। অন্যদিকে নানা রকমের খাবারের দোকান। লটারী খেলা রয়েছে। কাঠের আসবাব পত্রের দোকান রয়েছে। বাঁশের জিনিষপত্রের দোকান রয়েছে। কাচের ও চীনেমাটির বাসনপত্রের দোকান। আর একদিকে রয়েছে নাগরদোলা ও আরো অনেক রকমের খেলা।

আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। গাছের দোকানগুলোর কাছে এলাম কত রকমের গাছ। ফলের গাছ, ফুলের গাছ, সব্জীর বীজ ও চারা। ঘর সাজাবার গাছ। আরো কত কী। আমি একটা গোলাপ ফুলের গাছ কিনলাম। দাদা একটা আমের গাছ কিনলো। এর পর আমরা এলাম বাঁশের জিনিষপত্রের দোকানের কাছে। নানা রকমের বাঁশের ঝুড়ি রয়েছে। দাদা একটা ছোট ঝুড়ি নিল। আমি একটা বাঁশের বাঁশি নিলাম।

দাদা বলল, চল কিছু খাওয়া যাক। আমরা এলাম খাবারের দোকানে। অনেকগুলো দোকান। নানা রকমের মিষ্টি। গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছিল। আমরা জিলিপি খেলাম। আমার খুব নাগরদোলা চড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল। দাদাকে বললাম। তারপর আমি আর দাদা নাগরদোলা চড়লাম। দাদা বলল, আর কি করবি বল? কি খাবি? কি কিনবি? আমি বললাম ফুলদানী। কাঠের দোকানে একটা সুন্দর ফুলদানী দেখেছিলাম। দাদা সেটা কিনে দিল। ততক্ষনে রথ টানা শুরু হয়ে গেছে। আমরাও বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। আমি আগে অনেক মেলা দেখেছি, মার সাথে। বইমেলা, বস্ত্রমেলা, পর্যটন মেলা - আরও কত কী। কিন্তু এই মেলাটা অন্য রকম।

অনুশীলনী ঃ

প্রশ্ন ঃ তুমি স্কুলের ছুটিতে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে?

উত্তর ঃ আমি স্কুলে ছুটিতে ..... বেড়াতে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ পিসিমার বাড়ী কিসের মেলা হয়?

উত্তর ঃ পিসিমার বাড়ী ..... মেলা হয়।

প্রশ্ন ঃ তুমি কার সাথে রথের মেলা দেখতে গিয়েছিলে?

উত্তর ঃ আমি ..... সাথে রথের মেলা দেখতে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ মেলাতে কিসের কিসের দোকান ছিল?

উত্তর ঃ মেলাতে ..... দোকান ছিল।

মেলাতে ..... দোকান ছিল।

মেলাতে ..... দোকান ছিল।

মেলাতে ..... দোকান ছিল।

প্রশ্ন ঃ মেলাতে তুমি কি গাছ কিনেছিলে?

উত্তর ঃ মেলাতে আমি ..... গাছ কিনেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ মেলাতে তোমার দাদা কি গাছ কিনেছিলো?

উত্তর ঃ মেলাতে আমার দাদা ..... গাছ কিনেছিলো।

প্রশ্ন ঃ তোমরা মেলাতে কি খেয়েছিলে?

উত্তর ঃ আমরা মেলাতে ..... খেয়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ তুমি আর দাদা মেলাতে কি চড়েছিলে?

উত্তর ঃ আমি আর দাদা মেলাতে ..... চড়েছিলাম।

বাক্য রচনা কর ঃ

রথের মেলা	**বই মেলা** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
আমি রথের মেলায় গিয়েছিলাম।	
রথের মেলায় অনেক খেলনা পাওয়া যায়।	
তুমি রথের মেলা দেখেছ?	

দাদা	**কাকা**- দিয়ে বাক্য রচনা কর
আমার দাদা আছে।	
আমি দাদার সাথে মাঠে খেলতে যাই।	
তোমার কি দাদা আছে?	

ফুলের গাছ	**ফলের গাছ** - দিয়ে বাক্য রচনা কর
ফুলের গাছে ফুল হয়।	
আমাদের বাগানে ফুলের গাছ আছে।	
তোমাদের বাগানে কি ফুলের গাছ আছে?	

জিলিপি	**রসগোল্লা** - দিয়ে বাক্য রচনা কর
জিলিপি খেতে খুব ভল।	
মিষ্টির দোকানে জিলিপি পাওয়া য়ায়।	
আমরা ছুটির দিনে সকালে জিলিপি খাই।	

ফুলদানী	**ধূপদানী** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
ফুলদানীতে ফুল রাখা হয়।	
আমাদের একটা সুন্দর ফুলদানী আছে।	
তোমাদের বাড়ীতে কি ফুলদানী আছে?	

বাঁশের বাঁশি	**ঝুড়ি** - দিয়ে বাক্য রচনা কর।
মেলায় বাঁশের বাঁশি পাওয়া যায়।	
আমি মেলা থেকে বাঁশের বাঁশি কিনেছি।	
তোমার কি বাঁশের বাঁশি আছে?	

উপসংহার

জানবো এবার সিরিজের তিনটি ধারাবাহিক প্রকাশনার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় ইশারা ভাষা ব্যবহারকারী বধির শিশুদের শব্দভান্ডার তৈরী ও বাংলা ভাষায় বাক্যগঠন করতে শেখানোর একটা চেষ্টা করা হয়েছে, যার সাহায্যে তারা গল্প বা অনুচ্ছেদ পাঠ করে বুঝতে পারে এবং নিজে অনুরূপ বাক্য গঠন করতে পারে। ইশারা ভাষা দৃষ্টি নির্ভর ভাব-বিনিময়ের ভাষা। বলাই বাহুল্য কোন বক্তব্যকে যখন ইশারা ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হবে তখন তা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী শুদ্ধ হতে হবে। এখানে বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে ব্যাকরণের জটিলতার মধ্যে না ঢুকেও, কিভাবে নমুনা বাক্য অনুসরণ করে ব্যাকরণগত ভাবে শুদ্ধ নতুন বাক্যগঠন করা যায় তা শেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ইশারা ভাষায় ভাব-বিনিময়ের সময় সাধারণতঃ শব্দের মূল রূপটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেখানে বাংলা ভাষায় অনেক সময়ই বিভক্তি যোগ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এছাড়াও সর্বনামের ও কালের প্রয়োগে ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তন হয়। ব্যবহারকারীদের বোঝার সুবিধার জন্য এই ধরণের সংযোজনগুলিকে এই প্রকাশনায় লাল অক্ষরে দেখানো হয়েছে।

কিন্তু শিশুর এই শেখাকে স্থায়ী ও ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সমাজকর্মী বা শিক্ষিকা শিক্ষকদের যে বিষয়গুলিতে লক্ষ্য দেওয়া দরকার তা হল ঃ

১. নমুনাগুলির ধরণ

২. কত ধরণের নমুনা-বাক্য বা প্যাটার্ন-সেন্টেন্স তাকে শেখানো হয়েছে তার হিসাব ও তার ব্যবহার তথা রিভিসান বা নিয়মিত অভ্যাস। যেমন ঃ

লাল পেন

একটি লাল পেন

আমাকে একটি লাল পেন দাও।

উপরের উদাহরণটি হল (ক) **সর্বনাম** + **বিশেষণ** + **বিশেষণ** + **বিশেষ্য** + **ক্রিয়া** - একটি নমুনা-বাক্য বা প্যাটার্ন-সেনটেন্স যা প্রথমে ছিল ঃ

বিশেষণ + **বিশেষ্য** তারপর বর্দ্ধিত করে হল

বিশেষণ + **বিশেষণ** + **বিশেষ্য** এবং তার পরে আরও বর্দ্ধিত করে হল

সর্বনাম + **বিশেষণ** + **বিশেষণ** + **বিশেষ্য** + **ক্রিয়া**

এগুলিকে নির্ভরশীল ধরণ বা ডিপেনডেন্ট প্যাটার্ণ বলা হবে। মনে রাখতে হবে এই ধরণ বা প্যাটার্ণ-এ প্রতিটি পদই পরিবর্তনশীল। যেমন ঃ লাল পেন, নীল পেন, কালো পেন বা লাল টমাটো, লাল জামা, লাল বল ইত্যাদি। অথবা একটি লাল পেন, দুটি লাল পেন, পাঁচটি লাল পেন ইত্যাদি। অথবা আমাকে একটি লাল পেন দাও, ওকে একটি লাল পেন দাও ইত্যাদি।

এখন অন্য একটি বাক্য দেখা যাক ঃ **ভাই ঘুড়ি ওড়াচ্ছে** / এখানে ধরণ বা প্যাটার্নটি হল ঃ (খ) **সর্বনাম** + **বিশেষ্য** + **ক্রিয়া**। এখানেও প্রতিটি পদই পরিবর্তন করে নানা বাক্য তৈরী করা যায়। যেমনঃ **তুমি ভাত খাচ্ছ**। **সে বই পড়ছে**। -- ইত্যাদি।

এখন আলোচ্য বিষয় হল, ধরণ বা প্যাটার্ন (ক), (খ) - সম্পূর্ণ আলাদা। তাই এদেরকে স্বাধীন-ধরণ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্যাটার্ন বলা হবে। এ ধরণের কতগুলি ধরণ বা প্যাট্যার্ন শিশুটিকে শেখানো হল বা শেখানো হচ্ছে তার হিসাব রাখা দরকার যাতে নিয়মিত অনুশীলন বা অভ্যাস করানো যায় এবং আরও দেখা দরকার যে, জানা শব্দ-ভান্ডারের মধ্যে থাকলে শিশুটি যেন ঐ ধরণ বা প্যাটার্ন-এর অনুরূপ বাক্য পড়ে অর্থ বুঝতে পারে।

ALI YAVAR JUNG
NATIONAL INSTITUTE FOR THE HEARING HANDICAPPED
EASTERN REGIONAL CENTRE
B.T.ROAD, BONHOOGHLY, KOLKATA-700 090
(Under Department of Empowerment of Persons with Disability, Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India)
E-mail:ercofayjnihh@gmail.com, aderc-nihh@nic.in

Ref. No.: Date : 10.12.2015

Message

*I am delighted to know that Deaf Child Worldwide (DCW) is working on developing the Language Development Book "**Janbo Eber**" to foster the communication barrier faced by deaf children. We are happy to be a part of this by providing technical support and guidance through our ISL cell at AYJNIHH, ERC, Kolkata.*

I appreciate and sincerely convey my best wishes for the success of this venture.

Thanking you

B. Nageshwar Rao
Assistant Director,
AYJNIHH, ERC, Kolkata

জানবো এবার - তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হল। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের মত এটিও বধির শিশুর ভাষা বিকাশের প্রক্রিয়াকে সুগম করে তুলবে এই আশা রাখি। অবশ্যই উপযুক্ত প্রশিক্ষকের মাধ্যমে বইটির ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

সুপ্রিয়া সেনগুপ্ত, শিক্ষিকা-পরিদর্শক
আলি যাবর জঙ্গ ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড্‌, পুর্বাঞ্চলীয় শাখা, কলকাতা

জানবো এবার - তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হল। এই বইটিও বধির শিশুদের ভাষা শিক্ষার পথ আরও সহজ করে তুলবে - এই আমাদের বিশ্বাস।

চম্পক কুমার সেন, সম্মানিক সাধারণ সম্পাদক, সোসাইটি ফর দ্য ডেফ
১২৫, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলিকাতা - ৭০০০১৪